বেশ কিছুদিন ধরে মুশকিল আসান বিভাগের সম্পাদকের কাছে উইল, দানপত্র ইত্যাদি জানতে চেয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি আসে। তার মধ্যে একটি চিঠিতে দেখা যায় জলপাইগুড়ি জেলার এক প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিধবা স্ত্রী তাঁর সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত ও উইল নিয়ে জানতে চেয়ে এক মর্মস্পর্শী চিঠি দেন। তাছাড়াও চাকরিজীবনে অবসরপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তি শেষ জীবনে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সম্পত্তি রক্ষা ও বিলিবন্দোবস্ত নিয়ে তাঁরা নাজেহাল হচ্ছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দুইজন প্রখ্যাত আইনজীবীর সাহায্য নিয়ে এই প্রতিবেদনটি তৈরি হল।

সাধারণের মুশকিল আসান

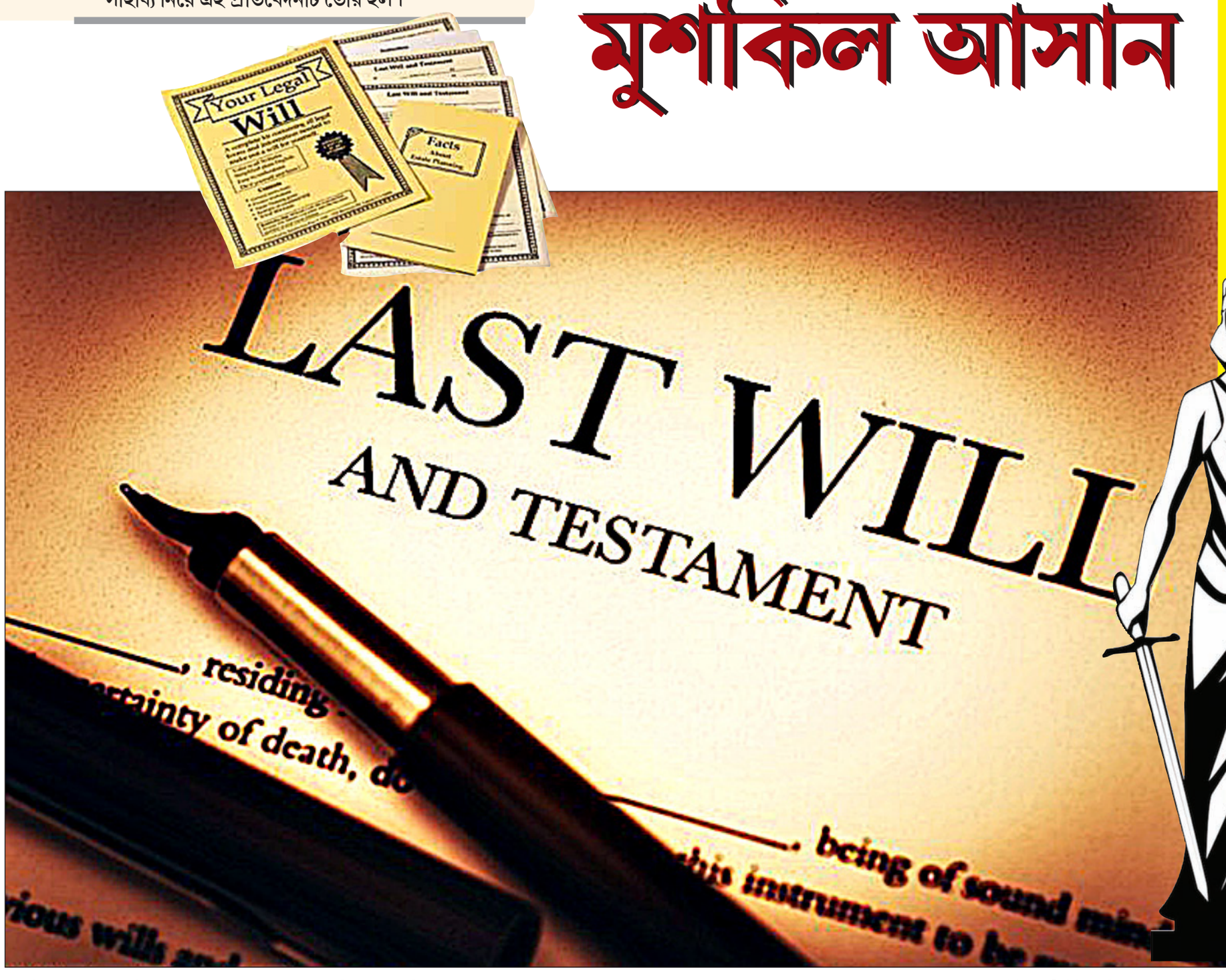

সাধারণ মানুষের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য বহুক্ষেত্রে অহেতুক মামলা হয়। আবার অনেক সময় জ্ঞানের অভাবে মানুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বহুক্ষেত্রে তাদের অজানা থেকে যায় সরকারের তরফে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কী কী প্রকল্প রয়েছে বা সরকারি সাহায্য পেতে কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে, নিখরচায় আইনি পরিসেবা কারা পাবেন, সেই পরিসেবা পেতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন, যদি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভা জনপরিসেবামূলক কাজ না করে তাহলে আপনি কী করতে পারেন, অথবা সারা জীবন চাকরি করে, চাকরির শেষ প্রান্তে এসে জানতে পারলেন আপনার পিএফ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা। কী করবেন তখন ? আমাদের সমাজে মহিলাদের অবাধ ও নিরাপদে জীবনযাপন করতে সমাজ কী ব্যবস্থা নিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানকারী ধারাগুলি কী কী এবং কীভাবে তার প্রয়োগ করা যায়–এই সব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আপনাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুরু করেছে এক নতুন বিভাগ–'সাধারণের মুশকিল আসান।' সেখানে আপনাদের চাকরি সংক্রান্ত, ব্যক্তিগত সমস্যা, এলাকার সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশিকা পাবেন। পরামর্শ পেতে চিঠি মুশকিল আসান, বাগরাকোট, সমস্যা নিয়ে আইনি পাঠান- সাধারণের উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি –এই ঠিকানায়।

ইচ্ছাপত্র বা উইল এক নজরে

- *উইল করতে হলে সাদা কাগজই যথেষ্ট। স্ট্যাম্প পেপার বাধ্যতামূলক নয়।*
- *পুরুষ উইল করলে তাকে বলা হয় টেস্টেটর। আর মহিলা উইলকারী হলেন টেস্টারিক্স।*
- *যিনি উইলের ফলে সম্পত্তির অধিকার পাবেন তাকে বলা হয় বেনিফিশিয়ারি।*
- *উইল কার্যকর হয় উইলকারীর মৃত্যুর পর। বেঁচে থাকতে কখনোই উইল কার্যকরী হয় না।*
- *উইলকারী যাকে বা যাদের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন করতে চান তার জন্য মালিকানা বদলের জন্য দানপত্র করতে হয়। এর পোশাকি নাম– ডিড অফ গিফট।*
- *পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের পোশাকি নাম ডিড অফ সেটেলমেন্ট।*
- *দুইজন সাক্ষীর সামনে উইলকারীকে উইলে স্বাক্ষর করতে হয়।*
- *দুইজন সাক্ষীর একজন ডাক্তার হলে ভালো।*
- *উইল রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে রেজিস্ট্রি করা থাকলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।*

শিশু বয়সে অনেকেই নীতিবাক্য পড়েছেন যে, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। অনেকেই ইংরেজিতে পড়েছেন– " If there is a will there is a way." বহু মানুষকে দেখা যায় নিজের পরিশ্রমে অনেক অর্থ, ভূসম্পত্তির মালিক হলেও শেষ বয়সে যখন এই বিশাল অর্থ, ভূসম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের জন্য চিন্তা করেন, তখন অনেকেই দিশাহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় তারও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনার ইচ্ছা আছে আপনার কোনো স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি আপনি আপনার কোনো প্রিয়জনকে বা প্রিয়জনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করবেন, সেই ব্যবস্থা আইনে আছে।

আপনার এই ইচ্ছার কথা যে পত্রে আপনি লিখে যাবেন, সেটাই হল ইচ্ছাপত্র বা উইল।

উইলের প্রয়োজনীয়তা ঃ–

কোনো ব্যক্তির হয়তো প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। হঠাৎ করে তিনি মারা গেলে তাঁর স্ত্রী বা স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা কে কতখানি এই সম্পত্তির অংশ পাবেন তা তিনি মৃত্যুর আগেই উইল করে রেখে যেতে পারেন। তা না করে গেলে উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁরা এই সম্পত্তির অংশ পাবেন, তাঁদের আইনজীবীর (উকিলের) সাহায্য নিয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় একজন অপরজনকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। এসব ক্ষেত্রে আদালতই হল শেষ আশ্রয়স্থল।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রচুর ভূসম্পত্তি রেখে কোনো ব্যক্তি হয়তো মারা গিয়েছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা জানেনই না এই সম্পত্তির কতটা কার প্রাপ্য। সেক্ষেত্রে সকলে যদি সহমত হয়ে সমগ্র ভূসম্পত্তি ম্যাপ করে বণ্টননামা করে, দলিলটি রেজিস্ট্রি করে নেন তাহলে আর আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে না।

টেস্টেটর, টেস্টারিক্স ও বেনিফিশিয়ারি ঃ–

স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি যাইহোক না কেন, তা সঠিকভাবে রক্ষা করতে হয় প্রত্যেক মানুষকে। যদিও জমি–বাড়ি বর্তমানকালে রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। তেমনি সম্পত্তির সঠিক বিলিব্যবস্থা করাও বিরাট সমস্যা বলেই বেশিরভাগ মানুষ মনে করে। 'ইচ্ছাপত্র' বা 'উইল' করে কোনো ব্যক্তি তাঁর স্থাবর–অস্থাবর সমস্ত রকম সম্পত্তি যাঁকে খুশি দিয়ে যেতে পারেন। কোনো পুরুষ উইল করলে তাঁকে বলা হয় টেস্টেটর, (Testaror) আর যদি কোনো মহিলা সম্পত্তি রক্ষার জন্য উইল করেন তাঁকে বলা হয় টেস্টারিক্স। (Testarix। আর উইলের ফলে যিনি সম্পত্তি পান তাঁকে বলা হয় বেনিফিশিয়ারি।

উইল এবং দানপত্র

উইল কার্যকর হয় যিনি উইল করেন তাঁর মৃত্যুর পর। তিনি বেঁচে থাকতে কখনোই উইল কার্যকর করা যায় না। উইল করা থাকলে উইলকারীর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন সুষ্ঠুভাবে কোনো ঝামেলা ছাড়াই করা যায়। যদি উইলকারীর একাধিক সন্তান থাকে তাহলে উইলকারী তাঁর ইচ্ছামতো উইলে সম্পত্তির বণ্টনের কথা উল্লেখ করে যেতে পারেন। যদি কোনো উইলকারী কোনো সন্তানকে তাঁর সম্পত্তির কোনো অংশ কম দিতে চান, তাহলে যাঁকে তিনি বঞ্চিত করলেন, কেন তাকে সম্পত্তির অংশ কম দিলেন, তার কারণ উল্লেখ করে উইলে লিখে যাওয়াও জরুরি।

কোনো উইলকারী তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনো একজনকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তাও করতে পারেন। তবে সেই কারণও উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। আবার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বিলি বণ্টনের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য দানপত্র করা যেতে পারে। জীবিতকালেই কেউ যদি দেখে যেতে চান তাঁর সম্পত্তি যাঁকে বা যাঁদেরকে তিনি দিয়ে যেতে চান, তাঁর সেই সম্পত্তি তিনি বা তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করবেন তাহলে সেইভাবে দানপত্র করা যায়। যার পোশাকি নাম 'ডিড অফ গিফট'। মনে রাখা প্রয়োজন– দানপত্র করার পরমুহূর্ত থেকেই ওই সম্পত্তির উপর আর কোনো অধিকার থাকে না। ওই সম্পত্তি আর নিজের নামে থাকে না। দানপত্রে যাঁর বা যাঁদের নামের উল্লেখ থাকে সেই মুহূর্ত থেকে তিনি বা তাঁরাই সেই সম্পত্তির মালিকানাপ্রাপ্ত হন। স্থাবর ও অস্থাবর এই দুই ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রেই দানপত্র করা যায়। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, উইল রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক নয়।

শুধুমাত্র নিজের সম্পত্তি দান করা যায়। এই দান এক ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর। কোনো কিছু না নিয়ে সম্পত্তির যাবতীয় মালিকানা বা স্বত্ব অন্যকে দেওয়ার অর্থই হল দান। যেহেতু উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল কার্যকর হয়, তাই উইল তৈরি হবার পর যতবার খুশি বদল করা যায়। কিন্তু একবার দানপত্র হয়ে গেলে সম্পত্তি হাতবদল হয়ে যায়। তবে প্রয়োজনে কখনও দানপত্র বদলাতে হলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

'দানপত্র' এবং 'পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিল'

পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের প্রয়োজন হয় পরিবারের সম্পত্তি পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য। এর পোশাকি নাম 'ডিড অফ সেটেলমেন্ট'। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের মাধ্যমে শুধুমাত্র পরিবারের বাইরেও সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া যায়। আর দানপত্রের মাধ্যমে পরিবারের কোনো সদস্যকে সম্পত্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দেওয়া যায়। পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতেই সম্পত্তির বিলি বণ্টন করা সম্ভব। তবে পারিবারিক বন্দোবস্ত দলিলের রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন।

কীভাবে হবে উইল ঃ

যিনি উইল করবেন বলে মনস্থ করেছেন তিনি প্রথমে একটি সাদা কাগজে পরিষ্কার করে তার পূর্ণ পরিচিতি ঠিকানা সমেত লিখবেন। সেইসঙ্গে পরিবারের সদস্যদের পরিচয় উল্লেখ করবেন। এরপর স্থাবর সম্পত্তি কোথায় কোথায় কী পরিমাণ আছে তাঁর পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। এর সঙ্গে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড–ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, কোম্পানির শেয়ারের কাগজপত্র, অলংকারাদির পূর্ণ বিবরণ দেবেন। তারপর এইসব উল্লিখিত সম্পত্তি কাকে কীভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটা লিখতে হবে। এরমধ্যে যদি কোনো শর্ত থাকে তাও পরিষ্কার করে উইলে উল্লেখ করতে হবে। উইলে উইলকারী যাঁকে বা যাঁদেরকে তাঁর সম্পত্তি দিচ্ছেন অথবা যাঁকে বা যাঁদেরকে তাঁর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন–তার কারণ উল্লেখ করলে ভালো হয়।

এরপর উইলে এক বা একাধিক 'এগ্‌জিকিউটার'–এর নাম উল্লেখ করবেন, যিনি বা যাঁরা তাঁর এই উইলের প্রোবেট ন্যায়ালয় থেকে উপযুক্ত কোর্ট ফি দিয়ে আইন মোতাবেক নেবেন। আর এই কাজে যে টাকার প্রয়োজন হবে, তা কোথা থেকে নেওয়া হবে, তার নির্দেশও উইলকারী উইলে লিখে যেতে পারেন।

এরপর উইলকারী কোথায় বসে, কোন তারিখে উইলে স্বাক্ষর করলেন তা উল্লেখ করবেন। উইলে এই স্বাক্ষর পরিষ্কার করে করতে হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল– উইলকারী দুইজন সাক্ষীর সামনে নিজের হাতে তাঁর নাম স্বাক্ষর করবেন এবং দুই সাক্ষী তাঁদের স্বাক্ষরের মাধ্যমে উইলকারীর স্বাক্ষরকে 'অ্যাটেস্ট' করবেন। এই দুই সাক্ষীর মধ্যে একজন পেশায় ডাক্তার হলে ভালো হয়। কারণ উইলকারী যেহেতু তাঁর উইলে পরিষ্কারভাবে লেখেন যে, তিনি সুস্থ শরীরে এবং নীরোগ অবস্থায় উইলটি করেছেন এবং যেখানে স্বাক্ষর করেছেন।

উইল রেজিস্ট্রির সুবিধা ঃ

উইল রেজিস্ট্রি করা থাকলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। তবে উইল রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক নয়। যদি কারও উইল হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে উইল রেজিস্ট্রি করা থাকলে রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে উইলের সার্টিফায়েড কপি পাওয়া যায়। যেহেতু উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল কার্যকর হয়, তাই উইল তৈরি হবার পর তা যতবার খুশি বদল করা যায়। কিন্তু উইল রেজিস্ট্রি করা থাকলে বাতিল করার সময় কিছু অসুবিধাও রয়েছে।

উইল করার জন্য সাদা কাগজই যথেষ্ট। স্ট্যাম্প পেপারে উইল করা বাধ্যতামূলক নয়, আইনজীবী বা উকিলের পরামর্শ অনুসারে উইল করলে বাড়তি ঝামেলা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়।

প্রোবেট ঃ যিনি উইলের ফলে সম্পত্তির অধিকার পান তাঁকে বেনিফিশিয়ারি বলা হয়। বেনিফিশিয়ারি কিন্তু উইলকারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির অধিকার পান না। এই সম্পত্তির অধিকার পেতে হলে ন্যায়ালয় থেকে বেনিফিশিয়ারিকে বা তাঁর এগ্‌জিকিউটারকে প্রোবেট নিতে হয়। এই প্রোবেট হল ন্যায়ালয়ের সার্টিফিকেট। এর মাধ্যমেই উইলের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। প্রোবেট নেওয়ার জন্য সম্পত্তির সকল উত্তরাধিকারীদের নোটিশ দিয়ে জানাতে হয়।

ন্যায়ালয় থেকে প্রোবেটের মাধ্যমে সকল উত্তরাধিকারীরা তাঁদের দাবিদাওয়া, অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পান। প্রোবেট থাকার ফলে ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে কেউ উইল করে থাকলে আইনি পথে গিয়ে তার মীমাংসার একটা সুযোগে থেকেই যায়।

উত্তরাধিকারের প্রামান্য নথি ঃ স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির জন্য অর্থাৎ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা, পোস্ট অফিসে গচ্ছিত টাকা, ফিক্সড ডিপোজিট, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়ালয়ের কাছে সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয়। যিনি বা যাঁরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেদের দাবি করবেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারীর প্রামাণ্য নথি পেশ করতে হয়। একেই বলে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট'।

যদি কেউ উইল করে না যান, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ভিত্তিতে যোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। সাকসেশন সার্টিফিকেট পেতে সেই এলাকার জেলা আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

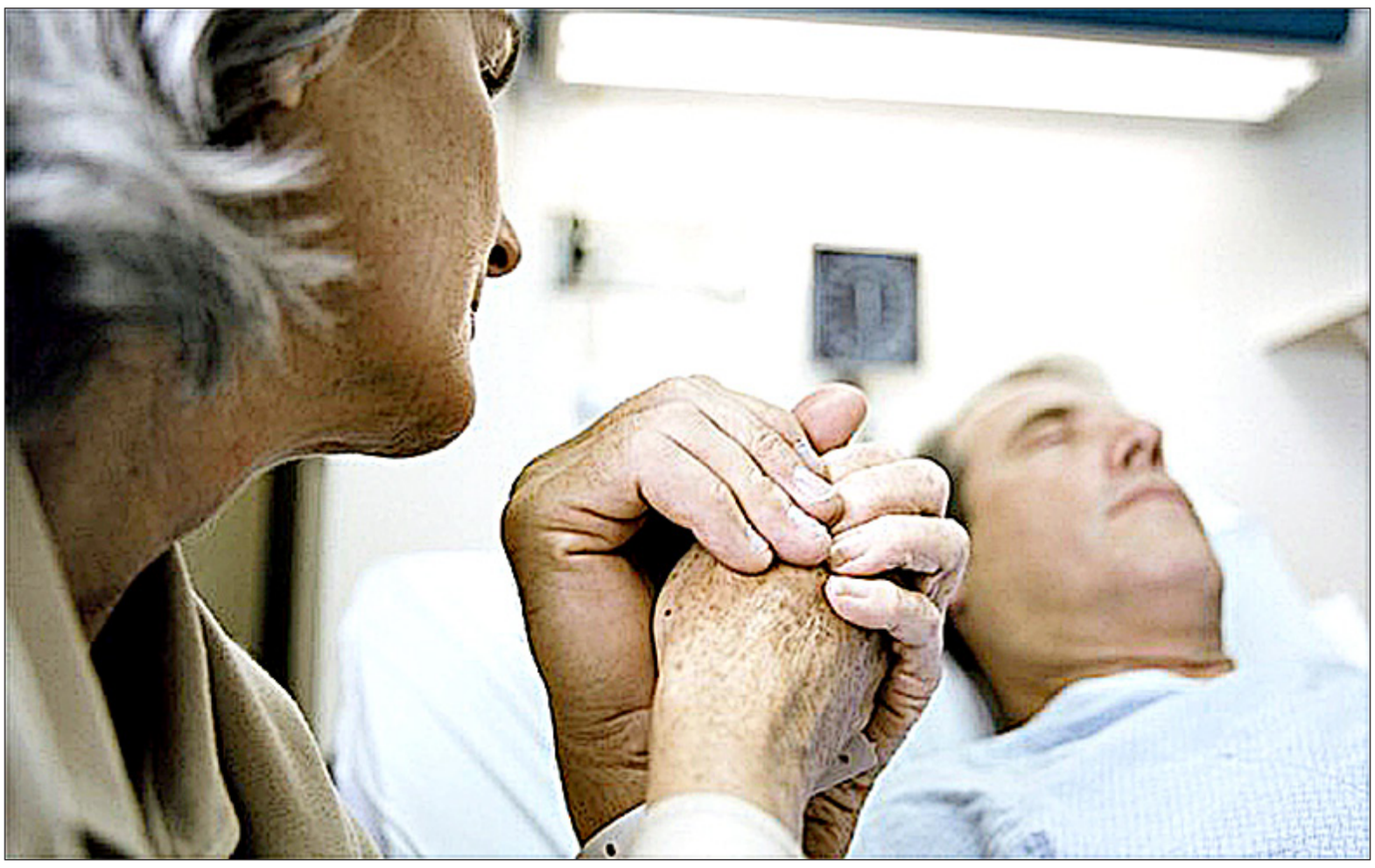

কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীমতী নিবেদিতা ধর এবং শিলিগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতের খ্যাতনামা আইনজীবী পার্থ চৌধুরির সহায়তায় প্রতিবেদনটি লিখেছেন দেবাশিস ঘোষ।